কান্টাহাটী হাফিজুল উলূম মাদ্রাসা ও এতিমখা।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সর্বশক্তিমান ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক । অজস্র সালাত ও সালাম বিশ্বনবীর উপর,যাঁর উম্মত হতে পেরে আমরা গর্বিত। বর্ষিত হোক অফুরন্ত রহমত তাঁর সম্মানিত পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহর প্রকৃত ও স্বার্থক বান্দারূপে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের অনুবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রাচীনতম এই ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কান্টাহাটী হাফিজুল উলূম মাদ্‌রাসা ও এতিমখানায় ইল্‌মে নববী আহরণে পরিতৃপ্ত হতে আগত সকল শিক্ষার্থীর, রহমতে দো'আলম [স.] এর সত্যিকার উত্তরাধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি লিপিবদ্ধ আকারে হাতের নাগালে থাকা অপরিহার্য। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নিবেদন করলাম আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস- **"ছাত্রাবাস শিক্ষাবিধি"** বইটি।

অভিভাবকদের প্রতি

১. আপনার ছেলের লেখা-পড়ার উন্নতি ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে মাঝে-মধ্যে আপনি তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্বক সাক্ষাত করুন।

২. সন্তানের লেখা-পড়ার স্বার্থে সাময়িক ছুটি ব্যতীত সামান্য প্রয়োজনে ক্লাসের ছুটি না নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. পারিবারিক যে কোন অনুষ্ঠানে সন্তানের উপস্থিতি কামনা করলে তার বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারিখ নির্ধারণ করার অনুরোধ রইল।

৪. ক্লাসে ছেলের উপস্থিতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন । অনুপস্থিতি প্রতিকারের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকলে আপনি নিজে উপস্থিত হয়ে অথবা লিখিত পত্রের মাধ্যমে উপযুক্ত কারণ দর্শানো আপনার নৈতিক দায়িত্ব।

৫. আপনার সন্তানের তা'লীম ও তরবিয়্যতের সার্বিক দায়িত্ব উস্তাদের উপর ন্যস্ত থাকবে। উস্তাদের শাসনের ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ করা চলবে না।

৬. বাড়ীতে থাকাকালীন সময়ে আপনার সন্তানের চলাফেরা ও আমল আখলাকের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন এবং কোন অপছন্দনীয় আচরণ পরিলক্ষিত হলে তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদকে অবহিত করে সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

৭. কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া মাদ্রাসা থেকে বাইরে বের হয়ে হারিয়ে গেলে বা নিজ অপরাধে বিপদগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

৮. মাদ্রাসায় প্রতি বছর কিতাব বিভাগের সকল জামাতে ৪ টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরীক্ষাসমূহে আপনার ছেলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. পাঠোন্নতির প্রতিবেদনপত্র পাওয়ার পর ছেলের পরীক্ষার ফলাফল এবং উস্তাদের মন্তব্যের প্রতি নজর দিয়ে যথাস্থানে স্বাক্ষর করুন।

.....

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ:..../...../.....

শিক্ষার্থীর অঙ্গীকারনামা

১. আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ইন্‌শা-আল্লাহ সর্ম্পূণ সুন্নাত মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করব।

২. যে কোন দলাদলি, ফিৎনা-ফাসাদ এবং রাজনীতি হতে মুক্ত থেকে সর্বদা পড়া-লেখায় মগ্ন থাকব।

৩. উস্তাদগণের অনুমতি ব্যতীত মাদ্রাসার বাহিরে যাব না।

৪. মাদ্রাসার উন্নতি এবং সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

৫. মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ, মুরুব্বী এবং উস্তাদগণের অনুগত থাকব।

৬. মাদ্রাসার পক্ষ থেকে যখন যে বিধান জারি করা হবে, তা মানতে বাধ্য থাকব।

৭. শিক্ষার পরিবেশ নষ্টকারী ও চরিত্র হননকারী কোন কিছু যেমন- মোবাইল, ক্যামেরা, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার,এমপি থ্রী-ফোর,অশ্লীল নোবেল, নাটক, বই পুস্তক ইত্যাদি নিজের কাছে রাখব না। ছোট-বড় সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে ব্রতী থাকব।

৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মাদ্রাসার মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

৯. নিজের নির্ধারিত সিট ব্যতীত অন্য কোথাও রাত্রিযাপন করব না এবং কোন মেহমানকে কামরায় রাত্রিযাপন করতে দিব না।

১০. উপরোক্ত শর্তাবলীর কোন একটির খেলাফ করলে, সর্বোপরি আমার চাল-চলন, কথা-বার্তা সন্দেহযুক্ত ও ক্ষতিকর মনে হলে কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই আমার বিরুদ্ধে বহিষ্কারাদেশ বা অন্য যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তাতে আমার বা আমার অভিভাবকের কোন ওজর আপত্তি থাকবে না।

আমি উক্ত অঙ্গীকারনামার প্রতিটি শর্ত পাঠ করে, বুঝে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম ।

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর .....

তারিখ.....

তালিবে ইলমের প্রয়োজনীয় তথ্য

তালিবে ইল্‌মের নাম ঃ.....

ফরম নং ঃ.....দাখেলা নং ঃ .....সিট নং ঃ .....

জামাত ঃ..... বয়স ঃ..... পিতার নাম ঃ.....

গ্রাম ঃ.....পোস্ট ঃ.....

থানা ঃ.....জেলা ঃ.....

অভিভাবকের নাম ঃ..... সম্পর্ক ঃ.....

গ্রাম ঃ.....পোস্ট ঃ.....

থানা ঃ..... জেলা ঃ.....

তালীমী মুরুব্বীর নাম ঃ.....স্বাক্ষর ঃ.....

তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের নাম ঃ.....

খানাঃ ফ্রি ☐ খরিদ ☐ বাহিরে ☐ কিতাব ঃ নিজের ☐ মাদ্‌রাসার ☐

দারুল ইক্বামার নিয়মাবলী

১) দারুল ইক্বামায় অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। নিয়মাবলী লঙ্ঘনকারী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে এবং শাস্তি গ্রহণে বাধ্য থাকবে।

২) প্রত্যেক ছাত্রকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত রুটিন অনুযায়ী চলতে হবে।

৩) ছবক ও তাকরারের সময় ছাড়া প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করে মুতালা'আয় ব্যস্ত থাকবে।

৪) প্রয়োজন বশতঃ তাকরার ও মুতালা'আর সময় দারুল ইক্বামার গন্ডির বাইরে যেতে হলে, দায়িত্বশীল উস্তাদকে অবশ্যই অবগত করে যেতে হবে।

৫) মাদ্‌রাসার বোডিংয়ে খাবার গ্রহণকারী অথবা ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্র নাযিমে দারুল ইক্বামার অনুমতি ছাড়া মাদ্রাসার বাহিরে যেতে পারবে না।

৬) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ছাত্রাবাসে, বাহিরের কাউকে থাকার সুযোগ দেওয়া যাবে না ।

৭) অন্যদের লেখা-পড়ায় ব্যঘাত ঘটানো মারাত্মক অন্যায় বলে গণ্য হবে।

৮) ছাত্রাবাসে অবস্থানরত প্রত্যেক ছাত্রকে মাদ্রাসার মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে।

৯) নামাযের জামাত শুরু হওয়ার অন্তত দশ মিনিট পূর্বে মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে এবং দশ মিনিট পূর্বেই কামরার দরজা তালাবদ্ধ করতে হবে।

১০) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কামরা ও তার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১১) গোসলখানা এবং ওযুর স্থানে কোন ধরনের ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না।

১২) নির্ধারিত সময় ছাড়া ঘুমানো, গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যাবে না।

১৩) শুকনো জামা কাপড় বাহিরে বা রুমের ভিতরে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

১৪) মাদ্রাসার বাহিরে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় নির্ধারিত।

১৫) অন্যান্য সময় নেগরান উস্তাদের অনুমতি ছাড়া মাদ্রাসার বাউন্ডারির বাহিরে যাওয়া যাবেনা।

কুতুবখানার নিয়মাবলী

১. প্রত্যেকে নিজের কিতাব সব সময় হিফাজত করে রাখবে, যাতে অন্যের সাথে বদল না হয় কিংবা হারিয়ে না যায়।
২. কিতাব নেওয়ার পর নম্বরগুলো নোট করে রাখবে, যাতে হারিয়ে গেলে তা দেখে মিলিয়ে নেয়া যায়।
৩. কিতাবের ভিতরে বা মলাটে কোন কিছু লেখা যাবে না।
৪. কিতারের মলাট ছেঁড়া হলে এবং বাঁধাই ছিঁড়ে বা ছুটে গিয়ে থাকলে তা কুতুবখানার জিম্বাদার উস্তাদকে অবহিত করে নিজে ঠিক করে নিবে।
৫. কোন কিতাবের নম্বর না থাকলে বা নম্বরে গরমিল থাকলে কুতুবখানার জিম্মাদার উস্তাদকে অবগত করে তা ঠিক করে নিবে।
৬. কোন উস্তাদকে বা মাদ্রাসায় কোন বিভাগে কিতাব দিলে তা যথাসময়ে নিয়ে আসতে হবে।
৭. বছর শেষে যথাসময়ে কিতাব জমা দিতে হবে। কোন কিতাব জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার পূর্ণ জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে।
৮. মাদ্রাসার পক্ষ হতে দেওয়া জামাতওয়ারী কিতাবের হিফাজতের জিম্মাদারী পুরো জামাতের ছাত্রদের। ঐ কিতাবগুলো কেউ যেন নিয়ে না যায় বা হারিয়ে না যায় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কিতাবগুলো হতে কেউ কোন কিতাব নিয়ে গেলে অবশ্যই নির্ধারিত কাগজে লিখে রাখবে ও কুতুবখানার জিম্মাদারকে অবহিত করবে।
৯. বছর শেষে জিম্মাদার উস্তাদকে জামাতওয়ারী কিতাবগুলো বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তা হতে কোন কিতাব না পাওয়া গেলে ঐ জামাতের সকল ছাত্রকে উক্ত কিতাবের জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবে।

মাত্ববাখ সম্পর্কিত নিয়মাবলী

১. মাদ্রাসা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও রাতে খানা প্রদান করা হবে।
২. জামাতের ছাত্ররা একসাথে সকলের খানা উঠাবে এবং কামরায় নিয়ে বণ্টন করবে।
৩. আবাসিক ছাত্রদের খোলার দিন মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে রাত ১০ টার পূর্বেই নিজে খানা জারি করতে হবে। অন্যথায় খানা বন্ধ থাকবে।
৪. খানা জারি ও বন্ধ করার সময়- প্রতিদিন বাদ ফজর হতে সকাল ১০ টা এবং বিকাল ৩ টা হতে মাগরিবের পূর্ব পযর্ন্ত।
৫. মাত্ববাখ সম্পর্কিত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করার কারণে খানা বন্ধ হয়ে গেলে, নাযিমে মাত্ববাখের সুপারিশক্রমে মুহতামিম সাহেব কর্তৃক দরখাস্ত মঞ্জুর করতঃ খানা জারি করতে হবে।
৬. মাত্ববাখ-এর যে কোন প্রকার দ্রব্য সামগ্রী যেমন- লবণ, কাঁচা মরিচ, পেয়াজ ইত্যাদি বোর্ডিং থেকে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।
৭. হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতি, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল বা মাদ্রাসার কোন কানুন লঙ্ঘন করার কারণে খানা বন্ধ হয়ে গেলে নাযিমে দারুল ইকামা, নাযিমে তালীমাতের সুপারিশক্রমে মুহতামিম সাহেব কর্তৃক দরখাস্ত মঞ্জুর করতঃ খানা জারি করতে হবে।
৮. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত মাদ্রাসার রান্নাঘরে ছাত্রদের প্রবেশ করা নিষেধ।
৯. প্রতি ইংরেজী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে খানা–বেতন এর টাকা পরিশোধ করতে হবে।
১০. কেউ বাড়ী বা অন্য কোথাও গেলে খানা বন্ধ করে যাবে, অন্যথায় প্রতিবেলার জন্য নির্ধারিত টাকা দিয়ে খানা জারি করতে হবে।

ছুটির নিয়মাবলী

১. ক্লাস চলাকালে কারো ১/২/৩ ঘণ্টা ছুটির প্রয়োজন হলে নাযিমে তালিমাতের নিকট হতে লিখিত ছুটি গ্রহণ করতে হবে। ক্লাস চলাকালীন সময় ব্যতীত ১ দিনের কম সময়ের ছুটি নাযিমে দারুল ইক্বামার নিকট হতে লিখিত আকারে গ্রহণ করতে হবে।
২. এক দিন অথবা ততোধিক সময়ের ছুটির প্রয়োজনে নাযিমে তালীমাত, নাযিমে দারুল ইক্বামা ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে মুহ্তামিম সাহেবের নিকট হতে দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি গ্রহণ করতে হবে। ছুটি মঞ্জুর করার পর বিধান বইসহ দফতরে তালীমাতে যোগাযোগ করে হাজিরা খাতায় ছুটি লিখিয়ে নিতে হবে।
৩. বার্ষিক ঐচ্ছিক ছুটি সর্বোচ্চ ১২ দিন। একসঙ্গে ৩ দিনের অধিক ছুটি মঞ্জুর করা হবে না।
৪. দরখাস্ত নির্দিষ্ট খাতায় নিজ হাতে লিখতে হবে।
৫. দরখাস্তে ছুটি গ্রহণের প্রকৃত কারণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৬. ছুটির সময়সীমা অবশ্যই ইংরেজী মাসের তারিখ অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।
৭. ছুটি শেষ করে আসার পর দরখাস্তের ডানদিকের ঘর পূরণ করার জন্য দফতরে তালীমাতে উক্ত বইসহ অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।

----------বিশেষ দ্রষ্টব্য----------

অবশ্যই দরখাস্ত স্পষ্টাক্ষরে উভয় পাশে প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে সুন্দরভাবে লিখতে হবে।

ছুটি ছাড়া অনুপস্থিতির শাস্তি

১. ছুটি ছাড়া ক্লাসে অথবা তাকরার বা মুতালা'আর সময় অনুপস্থিত থাকলে, যারা মাদ্রাসার বোডিং-এ খানা খায়, তাদের খানা বন্ধ হয়ে যাবে এবং নাযিমে তা'লিমাত ও নাযেমে দারুল ইক্বামার সুপারিশক্রমে মুহতামিম সাহেব কর্তৃক দরখাস্ত মঞ্জুরী ছাড়া খানা জারি হবে না। আর যারা বাহিরে খানা খায় তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. ছুটি ব্যতীত একাধারে ১৫ দিন অনুপস্থিত থাকলে ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং পূণঃভর্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রাবাসে অবস্থান করা এবং ক্লাসে উপস্থিত হওয়া যাবে না।

৩. মঞ্জুরীকৃত ছুটি শেষ হওয়ার পর যথাসময়ে উপস্থিত না হলে মুহতামিম সাহেবের অনুমতি ছাড়া খানা জারি করা হবে না।

৪. বন্ধের পর খোলার তারিখে উপস্থিত নাহলে, ভার্তি মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফি পরিষোধ করে ভর্তি নবায়ন কততে হবে।

জরুরী জ্ঞাতব্য

১. প্রত্যেক ছাত্রকে পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবালী মেনে চলতে হবে।

(ক) হাঁটুর নীচ পর্যন্ত প্রলম্বিত কল্লীদার পাঞ্জাবী/জুব্বা পরতে হবে।

(খ) এরাবিয়ান পাঞ্জাবী, সেলোয়ার ও লুঙ্গী টাকনুর উপরে পরতে হবে।

(গ) কাবলী জামা, টাইট-ফিট জামা, পাইপিং জামা, ছবি ও লেখাযুক্ত এবং হাতাকাটা গেঞ্জী,প্রিন্ট কাপড়ের লুঙ্গী, সেলোয়ার ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের পায়জামা চেক কাপড়ের জামা,লাল, হলুদ ও কুসুম রং-এর যে কোন কাপড় এবং আধুনিক ডিজাইনের টুপি পরিধান করা যাবে না।

২. নিজেদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদ দ্বারা ফায়সালা করাতে হবে, নিজেরা বিচার করতে পারবে না।

৩. কেউ অপরের জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না।

৪. আশেপাশের দোকান বা হোটেলে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে না।

৫. চোর বা অন্য কোন অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য নিজেরা কোন ধরনের পরীক্ষা দিতে পারবে না; বরং চুরির কোন ঘটনা ঘটলে কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ অবহিত করতে হবে।

৬. চোর ধরে নিজেরা বিচার বা মারধর করতে পারবে না,বরং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করতে হবে।

৭. কোন কাজের জন্য ক্লাসের ছাত্রদের নিকট চাঁদা উঠানোর প্রয়োজন দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে চাঁদা উত্তোলন করতঃ সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের নিকট জমা রেখে প্রয়োজন অনুসারে তাঁর নিকট থেকে নিয়ে খরচ করতে হবে।

৮. নিজের সকল আসবাবপত্র, বই-পুস্তক সর্বদা সংরক্ষণ করতে হবে,যাতে চুরি না হয়ে যায় বা হারিয়ে না যায়।

৯. সর্বদা পাঁচকল্লি টুপি, ক্লাস চলাকালিন সময় সাদা জামা ও পায়জামা এবং নামাযের সময় পাগড়ী ব্যবহার করা বিশেষভাবে কাম্য।

১০. ক্লাস হাজিরার যে কোন ঘন্টায় গায়রে হাজির থাকা অবাঞ্ছনীয়। একটি ক্লাসে গায়রে হাজিরার কারনে এক বেলা খানা বন্ধ থাকবে।

হিফ্‌জ বিভাগের তালিবে ইল্‌মদের নিজামুল আওকাত

সময়সূচী	কর্মসূচী
সুবহে সাদেকের ১ ঘন্টা পূর্বে	ঘুম থেকে উঠে ওজু-এস্তেঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদ ও ছবক প্রদান সমাপ্তি এবং ফজরের নামায আদায়।
ফজর নামাযের পর হতে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত	সাতছবক প্রদান।
সাতছবক প্রদানে পর হতে সকালের নাস্তা পর্যন্ত	আমুখতা ইয়াদ।
এর পর হতে	নাস্তার জন্য ৪৫মিনিট বিরতি।
নাস্তার বিরতির পর হতে ১ ঘন্টা পর্যন্ত	মশ্‌ক ও তাজবীদ অনুশীলন।
এর পর হতে ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত	ঘুমের বিরতি।
ঘুমের পর হতে ১২.১০ মিনিট পর্যন্ত	গোসল ও দরসে বসা।
১.২০ মিনিট পর্যন্ত	আমুখতা শোনানো।
১.২০ মিনিট হতে	নামাজের প্রস্তুতি ও মসজিদে গমন, নামায আদায়।
যোহরের পর হতে ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত	দুপুরের খাবারের বিরতি।
২.৩০ মিনিট হতে	আমুখতা শোনানো ও তেলাওয়াত।
আসরের পর হতে মাগরিবের আযানের ১৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত	মাদ্রাসার মাঠে পায়চারী,শরীর চর্চা, ছোটদের খেলাধূলা এবং মাগরিবের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ।
মাগরিবের ১৫ মিনিট পূর্বে	মসজিদে গমন, দু'আ ও নামায আদায়।
মাগরিবের পর হতে ঈশা পর্যন্ত	মসজিদে সূরায়ে ওয়াক্বেয়ার আমল শেষে সবক ইয়াদ।
ঈশার পর হতে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত	রাতের খাবারের বিরতি।
রাতের খাবারের পর হতে ১০.৩০ পর্যন্ত	মশ্‌ক ও তাজবীদ অনুশীলন।
গ্রীষ্মকালীন সময় রাত ১০.০০ টা এবং শীতকালীন সময় ১০.৩০ মিনিট হতে আযানের ১ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত	রাত্রিকালীন ঘুম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:-

ক) হিফজ বিভাগের সবকী ছাত্রদের বৃহস্পতিবার হতে ও খতমী ছাত্রদের বুধবার হতে গ্রুপভিত্তিক সবিনা শুরহবে।

খ) সবিনা শেষে বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব পরীক্ষা নেওয়া হবে।

গ) প্রতি ৪ সপ্তাহ পর পর মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ঘ) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে তালিমাত কর্তৃক তথ্যবই যাচাই করা হবে।

ঙ) প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ রাতে সম্মিলিতভাবে তাহাজ্জুদ ও জিকিরের আমল হবে।

কিতাব বিভাগের তালিবে ইল্‌মদের নিজামুল আওকাত

সময়সূচী	কর্মসূচী
সুবহে সাদেকের আধা ঘন্টা পূর্বে	ঘুম থেকে উঠে ওজু-এস্তেঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদ ও মুতালা'আ এবং ফজরের নামায আদায়।
ফজর নামাযের পর হতে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত	মসজিদে সূরায়ে ইয়াসিনের আমল, নির্দিষ্ট কক্ষে হাফেজ ছাত্রদের দাওর এবং গায়রে হাফেজদের মশ্‌কে কুরআন।
মশ্‌ক ও দাওরের পর হতে	৪০ মিনিট করে ৩ টি দরস অনুষ্ঠিত হবে।
৩ টি দরস সমাপ্তির পর	নাস্তার জন্য ৩০/৩৫ মিনিট বিরতি
নাস্তার বিরতি শেষে	যথাসময়ে দরস আরম্ভ হয়ে বাকি ৪টি দরস ধারাবাহিকভাবে চলবে।
দরস সমাপ্তির পর ১১.৪৫- ১.২০ মিনিট পর্যন্ত	ঘুম,অজু , গোসল এবং নামাজের প্রস্তুতি ও মসজিদে গমন, নামায আদায়।
যোহরের পর হতে ২.২০ মিনিট পর্যন্ত	দুপুরের খাবারের বিরতি
২.২০ মিনিট হতে আসরের আযান পর্যন্ত	দৈনন্দিন সবক তাকরার,নামাযের প্রস্তুতি, মাদ্রাসার মসজিদে নামায আদায় এবং মসজিদের নিয়মিত আমলে অংশগ্রহণ।
আসরের পর হতে মাগরিবের আজানের ১৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত	মাদ্রাসার মাঠে পায়চারী,শরীর চর্চা, ছোটদের খেলাধূলা এবং মাগরিবের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ
মাগরিবের ১৫ মিনিট পূর্বে	মসজিদে গমন, দু'আ ও নামায আদায়
মাগরিবের পর হতে ঈশার আযান পর্যন্ত	মসজিদে সূরায়ে ওয়াক্বেয়ার আমল আউওয়াবিন শেষে তাকরার ও মুতালা'আ।
ঈশার আযানের পর হতে নামাযের ৪৫ মিনিট পর পর্যন্ত	খাবার উঠানো, নামাযের প্রস্তুতি, নামায আদায়, খাওয়া-দাওয়া শেষ করা।
ঈশার নামাযের ৪৫ মিনিট পর হতে ১০.৩০	দৈনন্দিন সবক ও নতুন সবক মুতালা'আ এবং হাতের লেখা।
গ্রীষ্মকালীন সময় রাত ১০.০০ টা এবং শীতকালীন সময় ১০.৩০ মিনিট হতে সুবেহ সাদিকের ৩০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত	রাত্রিকালীন ঘুম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:-

ক) প্রতি বৃহস্পতিবার ২.৩০ মিনিট হতে আসর পর্যন্ত কিতাব বিভাগের ছাত্রদের গ্রুপভিত্তিক বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ।

খ) প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হতে ঐদিনের সবক তাকরার সমাপ্তির পর শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত সাপ্তাহিক পড়া তাকরার ও মুতালা'আ।

গ) প্রতি শুক্রবার সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে কামরা পরিষ্কার করা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা,বিশ্রাম ও গোসল সেরে অবশ্যই ১২.০০ টা এবং ১২.৩০ মিনিটে জুমার নামাযের জন্য মসজিদে গমন করতে হবে। ৩টা হতে আকাবিরগণের জীবনী এবং পিছনের পড়া মুতালা'আ। বাদ আছর দুরুদ শরীফের এবং সূরা কাহাফের আমল করতে হবে।

ঘ) দুই সপ্তাহে একবার নির্ধারিত জামাতের ছাত্রগণ ২৪ ঘন্টার দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে অংশগ্রহণ। কর্তৃপক্ষের বিন্যাস অনুযায়ী মাঝে মধ্যে ৩ দিনের জন্য দাওয়াতী কাজে গমন।

ঙ) প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রে সম্মিলিতভাবে তাহাজ্জুদ ও জিকিরের আমল।